গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

**জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।**

| | |
|---|---|
| সভাপতি | মোঃ আমিনুল ইসলাম খান<br>সিনিয়র সচিব |
| সভার তারিখ | ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ |
| সভার সময় | সকাল ১০.০০ ঘটিকা |
| স্থান | সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| উপস্থিতি | পরিশিষ্ট- 'ক' |

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় জননিরাপত্তা বিভাগের সকল অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্মসচিবসহ অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহের প্রধানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি নবযোগদানকৃত ০২ (দুই) জন অতিরিক্ত সচিবকে সভায় পরিচয় করিয়ে দেন এবং দাপ্তরিক প্রয়োজনে তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর গত সভার কার্যবিবরণী কোন সংশোধনী ছাড়াই দৃঢ়ীকরণ করা হয় এবং অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)- কে সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় কার্যপত্র মোতাবেক গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) বলেন, জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১৮টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ইতোমধ্যে ১৩টি বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া ২৭ টি নির্দেশনার মধ্যে ১৪টি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৩টি নির্দেশনা বাস্তবায়নাধীন/ চলমান রয়েছে।

**৩.০** বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

| ক্রঃনং | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও তা প্রদানের তারিখ | সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|---|---|---|---|
| ১ | কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণ।<br>১১-০২-২০১৬ | আনসার ব্যাটালিয়নআইন-২০১৮ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়েভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন হলে কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণের বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে।<br>**বাস্তবায়নে:**আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/<br>আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ | 'ব্যাটালিয়ন আনসার প্রবিধানমালা, ১৯৯৬' এ অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর থেকে চাওয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর হতে ২০-১২-২০২২ তারিখ আনসার-২ শাখায় প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর কার্যক্রম চলমান। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২ | ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ীকরণ সময় শূন্য বছরে নিয়ে আসা হবে।<br>১১-০২-২০১৬ | আনসার ব্যাটালিয়নআইন-২০১৮ চূড়ান্ত প্রণয়নের ভেটিং এর জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়েপ্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়িত হলে ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ীকরণ শূন্য বছরে নিয়ে আসার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে।<br>**বাস্তবায়নে:**আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ | ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৬(ক) মোতাবেক বর্তমানে ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা ০৬ (ছয়) বছর। তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা শূন্য বছরে নিয়ে আসা অর্থাৎ চাকরিতে যোগদানের তারিখ হতে স্থায়ীকরণের বিষয়ে ০৩.০৭.২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এ বিদ্রোহ সংক্রান্ত অপরাধ ও শাস্তির যে সকল বিধান রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ‘ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫’ এর পরিবর্তে ‘আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৯’ এর খসড়া প্রণয়ন করে নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ এর পরিবর্তে আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০২২ হিসেবে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। খসড়াটি ভেটিং এর জন্য ০৫-০৪-২০২২ তারিখ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। উক্ত বিভাগ কতিপয় পর্যবেক্ষণ দিয়ে ভেটিং ব্যতিরেকে খসড়াটি ১১.১০.২০২২ তারিখ ফেরত প্রদান করে। সে অনুসারে আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০২২ আইনের খসড়া পুনঃপ্রণয়নের কাজ চলছে। আইনটি প্রণীত হবার পর ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকুরি স্থায়ীকরণ বিষয়টি বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে। |
| ৩ | থানার জন্য নিজস্ব ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ।<br>০৬-০৬-২০১০ | চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির শতকরা হিসাব উল্লেখ করে প্রতিবেদন জননিরাপত্তা বিভাগের প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে।<br>**বাস্তবায়নে:**পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ। | (ক) “পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ ১০০% সম্পন্ন।<br><br>খ) বর্তমানে “দেশের বিভিন্ন স্থানে থানার প্রশাসনিক কাম ব্যারাক ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প ১১৬৩৯৩.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটির আওতায় সারাদেশে আরো ১০১টি নতুন থানা ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটির উপর গত ৩.৬.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি গত ২৭.৬.২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ২৩.৭.২০২২ তারিখে কতিপয় পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করে তা সংশোধন পূর্বক পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। বর্তমানে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রকল্পটির ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪ | আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।<br>১১-০২-২০১৬ | ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।<br>**বাস্তবায়নেঃ**আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ | বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়ন) প্রকল্পের আওতায় (২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অনুমোদিত) ৬-তলা ভিতবিশিষ্ট ৪-তলা ব্যারাক ভবন ও অধিনায়ক বাংলো নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে যা ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত ১৫টি ব্যাটালিয়নের মাস্টার প্ল্যানের পুন:পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। স্থাপত্য নকশা পাওয়ার পর ২য় পর্যায়ে অবশিষ্ট ২৭টি ব্যাটালিয়নকে মডেল ব্যাটালিয়নে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। |
| ৫ | জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ।<br>০৩-০৫-২০০৯ | জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।<br>**বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ | রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ১২.০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানার অভ্যন্তরে ভিভিআইপি ডিউটিতে নিয়োজিত ফোর্সের আবাসনের জন্য ৬ তলা ব্যারাক ভবনের নির্মাণ কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় তলা ব্যবহৃত হচ্ছে। ৮৩% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৩০/০৬/২০২৩ তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট ১৭% কাজ সম্পন্ন করা হবে। |

৪.০ বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনা সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

| ক্রঃ নং | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও তা প্রদানের তারিখ | গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|---|---|---|---|
| ৪.১ | সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ করতে হবে।<br>১১-০৫-২০১৬ | সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষ কোন মতামত/ সুপারিশ থাকলে তা এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করতে হবে।<br>বাস্তবায়নে: রাজনৈতিক ও আইসিটি অনুবিভাগ। | জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মচারী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম, গ্রাম পুলিশ, গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণের মাধ্যমে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড রোধকল্পে উদ্বুদ্ধকরণ সভার কার্যক্রম, প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। |
| ৪.২ | জঙ্গিবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনাকারী এবং নাশকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। | | সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জঙ্গিবাদের প্রচার রোধকল্পে নানাবিধ মনিটরিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এছাড়া, Hello CT এবং Report To RAB অ্যাপের মাধ্যমেও জনগণের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ অব্যাহত রয়েছে। এসব অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপের পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে সন্ত্রাস দমন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। |
| ৪.৩ | ২০০১-২০০৬ সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিষয়ে সংঘটিত হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশের ভিত্তিতে করামামলাসমূহের তদারকিকার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।<br>০৭-০৫-২০১৫ | (১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।<br>(২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।<br>(৩) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।<br>বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি। | ২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে জুডিশিয়াল তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ৪৩৫টি মামলা রুজু হয়। পরিসংখ্যান নিম্নরূপ: (নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) |

| মামলার সংখ্যা | অভিযোগপত্র | চুড়ান্ত রিপোর্ট | স্থগিত |
|---|---|---|---|
| ৪৩৫ | ৩৮৬ | ৩৩ | ১৬ |

<table>
<tr>
<td>৪.৪</td>
<td>২০১৪’র জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর জন্য সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।<br>০৭-০৫-২০১৫</td>
<td>(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।<br>(২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।<br>(৩) স্থগিত মামলাগুলি আলোচনা করে সচল করার ব্যবস্থা করতে হবে।<br>(৪) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।<br>বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি</td>
<td>১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঠেকানোর লক্ষ্যে সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত অপারাধীদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে ১ জানুয়ারি ২০১৩হতে ৩১ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্তের বিররণ নিম্নরুপ:(নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)
<table>
<tr><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অভিযোগ পত্র</th><th>চুড়ান্ত রিপোর্ট</th><th>তদন্তাধীন</th></tr>
<tr><td>৩৭৮৬</td><td>৩৫৪৯</td><td>১৮৬</td><td>৫১</td></tr>
</table>
অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মামলাসমূহের তদন্তসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারক অব্যাহত রেখেছেন।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.৫</td>
<td>অবরোধ, হরতাল চলাকালীন সহিংসতার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্ত, চার্জশীট, প্রতিবেদন ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।<br>০৭-০৫-২০১৫</td>
<td>(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।<br>(২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।<br>(৩) স্থগিত মামলাগুলো সচল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।<br>(৪) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।<br>বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি</td>
<td>০১ জানুয়ারী ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত সারাদেশে সহিংসতার ঘটনায় রুজুকৃত মামলার তথ্য নিম্নরুপ : (সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)
<table>
<tr><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অভিযোগ পত্র</th><th>চুড়ান্ত রিপোর্ট</th><th>তদন্তাধীন</th></tr>
<tr><td>১৮২৬</td><td>১৭৮৮</td><td>৩৪</td><td>৪</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.৬</td>
<td>সোনা পাচার/মাদক /অস্ত্র/ শিশু ও মানব পাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।<br>০৭-০৫-২০১৫</td>
<td>(ক) যেসব মামলা দায়ের করা হয়েছে, তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।<br>(খ) প্রতি মাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে মামলা নিষ্পত্তির হার উল্লেখ করতে হবে।<br>(গ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।<br>বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ</td>
<td>সোনা পাচার, মাদক, অস্ত্র, শিশু ও মানব পাচার রোধ করার জন্য ও জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জন্য নিয়মিতভাবে পুলিশ কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। মাদকের সাথে জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে দেশের থানাগুলোতে ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে মাদকদ্রব্য উদ্ধার সংক্রান্ত ৬৯২২টি মামলায় ৮৯৭৮ জনকে এবং মানব পাচারের ঘটনায় ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে ৭০টি মামলায় ২১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া যেসব রুট দিয়ে সোনা, মাদক, অস্ত্র ও মানব পাচার করা হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেসব রুটে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করা হয়ে থাকে। সম্ভাব্য মাদকের স্পটসমূহে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে পুলিশি টহল জোড়দার ও জনগণকে সভা সমাবেশ এবং বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে চোরাচালান প্রতিরোধে সচেতন করা হচ্ছে।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>৪.৭</td>
<td>জেলায়/উপজেলায় পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫</td>
<td>(১) উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।<br>বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পুলিশ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ/ উপসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ</td>
<td>রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ৩৮৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১৫টি ফাঁড়ি নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
<table>
<tr><th>বাস্তবায়িত</th><th>চলমান</th><th>অগ্রগতি</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>৭০</td><td>৪৫</td><td>৮১.০০%</td><td>অবশিষ্ট ১৯.০০% কাজ আগামী ৩০/০৬/২০২৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে সমাপ্ত পূর্বক হস্তান্তর করা হবে।</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.৮</td>
<td>মডেল থানার জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব যৌক্তিক করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫</td>
<td>ভূমি বরাদ্দ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে। তবে অত্যাবশ্যক/ জরুরি প্রয়োজনে পূর্বের নীতিমালার প্রস্তাব প্রেরণ করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে।<br>বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ/ সংশ্লিষ্ট কমিটি</td>
<td>বাংলাদেশ পুলিশের থানাসমূহ, নবসৃষ্ট ইউনিটসহ এবং অন্যান্য বিভিন্ন ইউনিট/দপ্তরের জন্য জমির প্রাপ্যতা নির্ধারণ সংক্রান্তে জননিরাপত্তা বিভাগ ও পুলিশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির ১৭/০২/২০১৯ তারিখের সভার সুপারিশ অনুযায়ী ০৫/১১/২০১৯ তারিখ আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার জন্য জমির পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রেরণ করে।<br>পরিসংখ্যান:
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>থানা</th><th>পূর্বে ছিলো</th><th>বর্তমানে সুপারিশকৃত</th></tr>
<tr><td>ক</td><td>মেট্রো এলাকায়</td><td>০.৫০ একর</td><td>০.৭৫ একর</td></tr>
<tr><td>খ</td><td>পল্লী এলাকায়</td><td>১.০০ একর</td><td>২.০০ একর</td></tr>
<tr><td>গ</td><td>পার্বত্য এলাকায়</td><td>-</td><td>৩.০০ একর</td></tr>
</table>
উক্ত সুপারিশমালা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.৯</td>
<td>সম্প্রতি যে সমস্ত এলাকায় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটানো হয়েছিলো সে সমস্ত এলাকায় যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫</td>
<td>যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে।<br>বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ</td>
<td>নভেম্বর/২০২২ পর্যন্ত মোট ৮৩৮টি অভিযানে ৬৮৪ জন গ্রেফতার এবং ১টি দেশী পিস্তল, ৩টি বিদেশী পিস্তল, ৯টি ওয়ানশুটারগান, ১টি এলজি, ৪০টি ককটেল, ৬ রাউন্ড কার্তুজ এবং ৯ রাউন্ড গুলিসহ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।<br><br>বর্তমানে সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। বিগত সময়ে সকল এলাকায় সন্ত্রাসী/নাশকতামূলক কর্মকান্ড ঘটানো হয়েছিল ঐ সকল এলাকাসহ সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট কর্তৃক গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।</td>
</tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪.১০ | কোস্টগার্ড কর্তৃক পরিচালিত অভিযান এবং টহল অব্যাহত রাখতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে এর কার্যক্রম গতিশীল বিশেষ করে সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কঠোর হতে হবে। (১৬-০৩-২০১৪) | (ক) সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।<br><br>(খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।<br><br>(গ) ড্রোন ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।<br><br>বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ | ক। উপকূলীয় অঞ্চলে মানব পাচার ও মাদকের অনুপ্রবেশ রোধসহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদা তৎপর। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের দায়িত্বাধীন এলাকায় বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের অধীন ০৪টি জোন, ০৫টি বেইস, ২৭টি জাহাজ, ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন, ১৩৬টি বোট, ৪২টি স্টেশান ও ১৫টি আউটপোস্ট বিদ্যমান। সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচারের বিষয়ে নজরদারি উপলক্ষ্যে এ সকল জোন, বেইস, জাহাজ, বোট, স্টেশান ও আউটপোস্ট সার্বক্ষণিকভাবে অপারেশান চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়াও নিয়মিত গোয়েন্দা নজরদারী, মনিটরিং, টহল ও আভিযানিক কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে। কক্সবাজার, টেকনাফ, ইনানী, হিমছড়ি বাহারছড়া, ভোলা ও সুন্দরবনসহ উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট গার্ড এর নতুন স্টেশান/ আউটপোস্ট চালুকরত জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে টহল জোরদার করা হয়েছে। সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচারের বিষয়ে কোস্ট গার্ড এর নজরদারি পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং অপারেশান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।<br>খ। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ০১ জানুয়ারি ২০২২ হতে ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্বাধীন এলাকায় মোট ৩৯,৪৯৬টি অভিযান পরিচালনা করে ৮৬,৮০৫টি বোট তল্লাশী চালিয়ে বিভিন্ন অবৈধ মালামাল আটক করে, যার আনুমানিক মোট মূল্য ৪,৪৫৫ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দেশি/বিদেশি মদসহ আনুমানিক ১১০ কোটি ৫৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা মূল্যমানের মাদক দ্রব্য রয়েছে। জব্দকৃত অবৈধ মালামাল ও মাদকদ্রব্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন থানার হস্তান্তর করা হয়।<br>গ) ভাসানচর এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি, রোহিঙ্গা পলায়ণ রোধ এবং সর্বোপরি জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে রোহিঙ্গাদের সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং সহজতর করার জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০ জুন ২০২২ তারিখ ০২(দুই)টি অত্যাধুনিক ও উন্নত ফিচারসমৃদ্ধ Photography Drone with Associated Accessories ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে ০১টি ড্রোন ভাসানচরে এবং অপর ০১(এক)টি ড্রোন বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তে উদ্ভুত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ষ্টেশান সেন্টমার্টিন্স এ মোতায়েন করা হয়েছে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (ক) পুলিশ সদস্যদের আবাসিক সমস্যা নিরসন করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪) | অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে আরও তৎপর হতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভার পূর্বে প্রশাসন অনুবিভাগকে অবহিত করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ উন্নয়ন অনুবিভাগ। | রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ১১৯৫.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন জেলা/ ইউনিটের ফোর্সের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য পুরুষ ও মহিলা ব্যারাক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয় । ইতোমধ্যে ৫৩% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৭% কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ৩০/০৬/২০২৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে চলমান নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হবে। |
| ৪.১১ | (খ) সীমান্তে চোরা চালান ও মাদক প্রতিরোধে বিজিবিকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। অরক্ষিত এলাকায় বিওপি নির্মাণ করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪) | (ক) সীমান্তে চোরাচালান ও মাদক প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।<br>(খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।<br>(গ) ড্রোন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে<br>বাস্তবায়নে: বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ | ক। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশনা অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মাদক পাচারসহ সকল ধরণের চোরাচালানরোধকল্পে বদ্ধপরিকর। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ(বিজিবি) বাংলাদেশের সীমান্তে নিয়োজিত একমাত্র সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। সীমান্ত এলাকা দিয়ে যাতে চোরাচালান ও মাদক পাচার হতে না পারে সে লক্ষ্যে বিজিবি'র সার্বক্ষণিক টহল কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যাপক তল্লাশী এবং কঠোর নজরদারী অব্যাহত রয়েছে।<br>খ। এছাড়াও, ভারত এবং মায়ানমার সাথে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নতুন ৬২টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪০১.৫ কিলোমিটার সীমান্ত ইতোমধ্যে নজরদারীতে আনা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩৭.৫ কিঃ মিঃ অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় আরও ২২টি নতুন বিওপি স্থাপন করা হবে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নীলডুমুর ও সুন্দরবনের গহীন অরণ্যের ৬০ কিলোমিটার জল সীমান্তে ২টি ভাসমান বিওপি (কাচিঁকাটা ভাসমান বিওপি ও আঠারোবেকী ভাসমান বিওপি) স্থাপন করা হয়েছে। আরও ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন (বয়েসিং ভাসমান বিওপি ও হলদিবুনিয়া ভাসমান বিওপি) রয়েছে। |
| ৪.১২ | আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ, আন্তঃবাহিনী সম্পর্ক, কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪) | আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ ও আন্ত:বাহিনী সম্পর্ক কর্মপরিধির প্রস্তাব আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।<br>বাস্তবায়নে: আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ | আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ, আন্তঃ বাহিনী সম্পর্ক, কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনার জন্য আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪.১৩ | সাতক্ষীরা সদর উপজেলার আগরদাড়ীতে একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন।<br>২০-০১-২০১৪ | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগপূর্বক কার্যক্রম দ্রুত ত্বরান্বিত করতে হবে।<br><br>বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হলে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ০২/০২/২০২০ তারিখের সভায় প্রস্তাবিত আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের সন্নিকটে অবস্থিত ২/৩টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত করে শর্ত সাপেক্ষে সাতক্ষীরা জেলার সদর থানাধীন ৫টি ইউনিয়ন যথা: ১. আগড়দাড়ী ২. বাঁশদহা ৩. কুশখালী ৪. শিবপুর এবং ৫. বৈকারী ইউনিয়ন সমন্বয়ে আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।<br><br>সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ১৪/০৭/২০২০ তারিখে আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনে সাতক্ষীরা সদর থানা এলাকায় বিদ্যমান ৩টি ফাঁড়ি হতে ২টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত করার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা-কে অনুরোধ করা হয়।<br><br>উক্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ০১/০৯/২০২০ তারিখে জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। প্রতিবেদনে তিনি পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা কর্তৃক প্রদত্ত মতামত “২/৩টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত না করে অবিলম্বে সাতক্ষীরা জেলার সদর থানাধীন প্রস্তাবিত আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ” এর সাথে সহমত পোষণ করেন।<br><br>নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির গত ২.২.২০২২ এবং এ বিভাগের ১৬.৩.২০২০ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত প্রতিপালন না করে সরকারি পত্রালাপের শিষ্টাচার বহির্ভূত শব্দচয়নের বিষয়ে পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা এর ব্যাখ্যা গ্রহণপূর্বক এ বিভাগকে অবহিতকরণের জন্য ১৩/০১/২০২১ তারিখে পুলিশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।<br><br>পরবর্তীতে ১৩/০১/২০২১ তারিখ এ বিষয়ে পুনরায় মতামত প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা-কে অনুরোধ করা হয় এবং ২৩.৫.২০২২ ও ২৪/১০/২০২২ তারিখ পুনরায় তাগিদ প্রদান করা হয়েছে এবং টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে।<br><br>এ পরিপ্রেক্ষিতে ০১-১২-২০২২ তারিখ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয় হতে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনে সাতক্ষীরা সদর থানা এলাকায় বিদ্যমান ৩টি পুলিশ ফাঁড়ি হতে ২টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত করার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা কর্তৃক পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা এর মতামতের সাথে সহমত পোষণপূর্বক পূর্বের মতামতের ন্যায় “সাতক্ষীরা শহরের মধ্যে স্থাপিত উক্ত ২/৩ টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত না করে নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলের সদস্যসহ অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সহিত জড়িতদের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে অবিলম্বে সাতক্ষীরা জেলার সদর থানাধীন প্রস্তাবিত আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়”।<br><br>এ বিষয়ে পুনরায় মতামত প্রদানের জন্য টেলিফোনিক যোগাযোগ করা হয়েছে। মতামত পাওয়া যায়নি। |

৫.০ সভাপতি বলেন, জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের কয়েকটি প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা রয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত। সুতরাং ভূমি অধিগ্রহণ ত্বরান্বিত করা দরকার। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন স্বল্পতম জায়গায় স্থাপনা নির্মাণ করে জমির সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়। সময়মত অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা গেলে অবকাঠামো নির্মাণ সহজ হবে। তাছাড়া যে সকল আইন/ বিধি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে সেগুলোর কার্যক্রম দ্রুত শেষ করে জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য খসড়া প্রস্তুত করা দরকার। সেজন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে প্রয়োজনে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

উপস্থিত সদস্যগণ নিজ নিজ দপ্তর/ সংস্থা সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বিষয়ে হালনাগাদ অগ্রগতি তুলে ধরেন। সভাপতি এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা শেষে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

**সিদ্ধান্তসমুহঃ**

| ক্রঃ নং | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|
| ৫.১ | (ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ ত্বরান্বিত করতে হবে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন স্বল্পতম জায়গায় স্থাপনা নির্মাণ করে জমির সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়।<br>(খ) ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে গঠিত কমিটি আগামী সভায় এ সংক্রান্ত সুপারিশ উপস্থাপন করবে।<br>(গ) উন্নয়নমূলক কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধানগণ এটি তদারকি করবেন। | সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান, অতিরিক্ত সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে গঠিত কমিটি |
| ৫.২ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে সকল প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা তাঁর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি সেগুলোর বিষয়ে মতামত উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র দিতে হবে। | সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান, সকল অনুবিভাগ প্রধান, জননিরাপত্তা বিভাগ |
| ৫.৩ | আন্তঃদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্টদের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান, সকল অনুবিভাগ প্রধান, জননিরাপত্তা বিভাগ |
| ৫.৪ | কেবল সিদ্ধান্তের জন্য দপ্তর/ সংস্থায় দীর্ঘদিন পেন্ডিং প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি/ হালনাগাদ করতে হবে। | সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান |

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪৪.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৯.৯

তারিখ: ১৯ পৌষ ১৪২৯
০৩ জানুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) দপ্তর সংস্থা প্রধান (সকল)।
২) অতিরিক্ত সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩) যুগ্মসচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জননিরাপত্তা বিভাগ (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, জননিরাপত্তা বিভাগ (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)

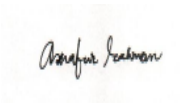

আশাফুর রহমান
উপসচিব